84

দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আবাসস্থল। অন্যদিকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর জন্য স্থায়ীভাবে কোন অট্টালিকা বা আবাসস্থল নির্মাণ করতে হয় না। তারা নিজ নিজ জায়গায় থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যান। মড্যুল আকারে পাঠ্যবই এবং সহায়ক সামগ্রী হিসাবে অডিও ভিডিও সামগ্রী দেয়া হয়। অঞ্চলভিত্তিক তাদের জন্যে নিয়োজিত থাকে টিউটর এবং বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয়ভাবে থাকে তাদের জন্য লাইব্রেরী এবং পরামর্শ ও নির্দেশনা সেল বা কোষ। লাইব্রেরীতে পড়াশুনা ছাড়াও ক্যাসেট শ্রবণ করতে পারেন। লাইব্রেরীর পাশাপাশি থাকে ভিডিও এবং অডিও লাইব্রেরী। সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সাহচর্যে শিক্ষা বৎসরের অধিক সময় ব্যয় করেন। অন্যদিকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রয়োজনবোধে টিউটর/পরামর্শদাতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে সুযোগ-সুবিধা আছে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সে সুযোগ সুবিধা ততটুকু নেই। তবে ভিডিও এবং অডিও লাইব্রেরী ও অন্যান্য পাঠ সামগ্রী তাদের সে অভাব মোচন করে থাকে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে বিভিন্ন ভাষার লোকজন বসবাস করে এবং এলাকা তত সমতল নয়। মিডিয়া সার্ভিসের সুযোগ পুরোপুরিভাবে ফলপ্রসূ করার জন্য তারা বহু রিপিটার স্টেশন ব্যবহার করে থাকেন এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য বিভিন্ন ভাষায় উপস্থাপক, কথক নির্বাচন করতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই সমতল এবং অধিকাংশ লোক একই ভাষায় কথা বলে। তাই বেতার ও টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য বিভিন্ন ভাষায় উপস্থাপক, কথক নির্বাচন করতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই সমতল এবং অধিকাংশ লোক একই ভাষায় কথা বলে। তাই বেতার ও টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা খুবই সহজলভ্য। অতএব, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজতর। শিক্ষার্থীরা সহজেই যে কোন অনুষ্ঠান শ্রবণ ও দর্শন করতে সক্ষম হবে। প্রায় বার (১২) কোটি লোকের দেশ বাংলাদেশ। এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বা সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম সুফলতা বয়ে আনবে বলে দৃঢ় আশা ব্যক্ত করা যায়।

দূরশিক্ষণ বা ডিস্ট্যান্স এডুকেশন ব্যবস্থায় যে পাঠ্যপুস্তক মড্যুল আকারে লিখা হয় তা শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে। মড্যুল রচনায় দুর্বোধ্য/জটিল ভাষা ব্যবহার পরিহার করা হয়। শিক্ষার্থীদের পূর্ব জ্ঞান যাচাই করার জন্য প্রতিটি মড্যুল-এ কিছু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন রাখা হয়। নিজেকে উত্তর দিতে বলা হয়। **প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে পুনরায় বিষয়টি** পড়ার অনুরোধ করা হয় এবং কতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল তা জিজ্ঞেস করা হয়। আশাতীত উত্তর দিতে না পারলে পূর্ব পাঠে মনোযোগ দিতে বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করতে না পারেন ততক্ষণ একই পাঠে মনোনিবেশ করতে বলা হয়। তারপর অন্য মড্যুল-এ যাবার জন্য বলা হয়। এটা শিক্ষার্থীর জন্য সেলফ পার্নিং ব্যবস্থা। বিষয়টি কঠিন বলে মনে হলেও আসলে এটা তত কঠিন নয়। বরঞ্চ শিক্ষার্থীর মানসিক ও জ্ঞানবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। একজন শিক্ষার্থী দূরশিক্ষণের ছাত্র হলে প্রথমেই তাকে নিয়মাবলীর বুকলেট ও একটি লার্নিং প্যাকেজ দেয়া হয়। এ প্যাকেজে মড্যুল আকারে পাঠ্যবই, অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেট এবং নিয়মাবলীর কিছু সামগ্রী থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। দূরশিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রতিটি সামগ্রী থাকে আকর্ষণীয়।

ব্রিটেনের বার্মিংহাম শহরে এইটন বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে এমবিএ কোর্সসহ অন্যান্য কার্য পরিচালনা করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি দূরশিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষাদান করে থাকে। ব্রিটেনের মধ্যে এটি একটি অভিনব এবং ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। রেডিও এবং টিভি স্টুডিওর মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের পাঠদান দেয়া হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ভিডিও ক্যামেরার সামনে বসে বা দাঁড়িয়ে পাঠদান করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে স্থাপিত বিভিন্ন মনিটরে শিক্ষকের বক্তব্য শোনেন এবং নোট করে থাকেন। শ্রেণীকক্ষের আয়তন বিশাল এবং ৮/১০ টিভি মনিটর সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীকক্ষে সাজানো থাকে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের জন্যও কয়েকটি ভিডিও ক্যামেরা আছে। কথা বলার জন্য মাইক্রোফোন আছে। শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন তখন শ্রেণীকক্ষের বিপরীত দিকে স্থাপিত ভিডিও সম্পাদনা কক্ষে সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা বা পাঠ সম্পাদন করা হয়। অপরদিকে একই পাঠ কেবলের মাধ্যমে ডাবিং স্টুডিওতে প্রেরিত হয় যাতে শিক্ষকের মূল্যবান বক্তব্য ডাবিং করা যায়। প্রায় ১০০টি সেটে সেই ডাবিং কাজ সম্পন্ন হয়। এ ডাবিং ক্যাসেটগুলো পরবর্তীতে ডিস্ট্যান্স এডুকেশনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদেরকে সরবরাহ করা হয়। গোটা পৃথিবীতে এ ধরনের মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত উন্নত মানের।

বাংলাদেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম এ বৎসরের জুলাই মাসে শুরু হচ্ছে। প্রথমতঃ দূরশিক্ষণে বিএড এবং ভাষার উপর শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হবে। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে এ বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ হলেই তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে। দেশের জনগণ শিক্ষার আলো পেতে থাকবে। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী যাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হবার সুযোগ পান না তারা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সকল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেখানে ভর্তির আসন সংখ্যা সীমিত নয়। যত ইচ্ছা ছাত্র ভর্তি হতে পারে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত কোন নীতিমালা তৈরি করেনি। তবে শীঘ্রই নীতিমালা প্রণীত হবে। আশা করা যায়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে পূর্ণাঙ্গরূপ পেলে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী যাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি তারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবে। শুধু ছাত্র-ছাত্রীই নয় এদেশের বহু লোক যারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেনি তাদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হবে। সাধারণ ও কর্মরত লোকের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য এবং জীবনব্যাপী ও জীবনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।